দৈনিক সংবাদ

তারিখ 31 DEC 1986

পৃষ্ঠা ... ১ ... ১ ...

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

02

সব স্কুল-কলেজে একই সময়ে পরীক্ষা নেয়ার ও ছুটি ঘোষণার নির্দেশ

॥ হাসান হাফিজ ॥

দেশের সকল সরকারী-বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুল ও কলেজের একই সময়ে পরীক্ষা গ্রহণ ও ছুটি ঘোষণার জন্যে সরকার নির্দেশ দিয়েছেন। খবর বিশ্বস্তসূত্রের।

দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে 'ইউনিফর্ম একাডেমিক ক্যালেন্ডার' প্রবর্তনের লক্ষ্যে এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে গঠিত একটি কমিটি কাজ করে যাচ্ছে। এতোকাল মাধ্যমিক স্কুল ও কলেজগুলি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পরীক্ষা গ্রহণ ও ছুটি ঘোষণা করে আসছিল। অর্থাৎ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-

(শেষ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

ছুটি ঘোষণার নির্দেশ

(প্রথম পৃঃ পর)

গুলিতে একাডেমিক ইউনিফর্মিটি ছিল না।

সূত্রটি জানান: গত নবেম্বর মাসে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা পরিদফতর মাধ্যমিক স্কুলগুলিকে এক সার্কুলারে জানায় যে, ২৫শে নবেম্বরের আগে স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষা নেয়া যাবে না। তবে রাজধানী ঢাকার কয়েকটি স্কুল এই সার্কুলার পাবার পরও উল্লিখিত সময়ের আগে বার্ষিক পরীক্ষা নেয়ার চেষ্টা করে। পরিদফতর তা জানতে পেরে সংশ্লিষ্ট স্কুলগুলির কর্তৃপক্ষকে ডেকে পাঠায় এবং সরকারী নির্দেশ পুরোপুরি মেনে চলার ওপর জোর দেয়। স্কুলগুলি তখন পরীক্ষার সময়সূচী সংশোধন করে। কয়েকটি স্কুল পরিদফতরের বিশেষ অনুমতি নিয়ে ২৫শে নবেম্বরের আগেই পরীক্ষা নেয়া শুরু করে। তাদের যুক্তি ছিল; তারা বছরের গোড়াতেই কার্যক্রম ঘোষণা করে ফেলেছে। এতে পরীক্ষার সময়সূচীও ছিল। আর যেসব স্কুলে উচ্চমাধ্যমিক শাখা রয়েছে সেখানে ছিল সমন্বয়ের সমস্যা।

সূত্রটি জানান: বার্ষিক পরীক্ষা নেয়ার ব্যাপারে রাজধানী বহির্ভূত এলাকায় তেমন কোন সমস্যা নেই। বিভিন্ন জেলা ও গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত মাধ্যমিক স্কুলগুলি সাধারণত ডিসেম্বর মাসেই বার্ষিক পরীক্ষা নিয়ে থাকে। তবে এতোদিন রাজধানীর কিছু স্কুল ডিসেম্বরের বেশ আগেই বার্ষিক পরীক্ষা নিত।

বড় বড় ছুটির ক্ষেত্রে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সমতা আনার জন্যেও সরকার উদ্যোগ নিয়েছেন। আগে গ্রীষ্মকালীন ছুটি, শীতকালীন ছুটিতে একেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান একেক সময় বন্ধ থাকতো।

পরীক্ষা গ্রহণ এবং ছুটির ব্যাপারটি সকল সরকারী ও বেসরকারী কলেজেও কার্যকর হবে।

সারা দেশে মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা মোট ১০ হাজার। এর মধ্যে দুই শ তিনটি স্কুল সরকারী, বাকীগুলি বেসরকারী। কলেজ রয়েছে সাড়ে ছয় শ। এর একশ ৫৫টি সরকারী।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে সমতা আনার ব্যাপারে অভিভাবক মহলের মত হচ্ছে: শুধু পরীক্ষা গ্রহণ ও ছুটির ব্যাপারে নয় সার্বিক ক্ষেত্রে সমতা আনা দরকার। যেমন ছাত্রছাত্রীদের টিউশন ফিও একেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে একেক রকম। সিলেবাস, টেক্সট বুকও একেক রকম। এসব ক্ষেত্রেও সমতা আনতে হবে। বিষয়টি জটিল, এ বিষয়ে কোন আংশিক সিদ্ধান্ত সত্যিকারের কল্যাণ আনবে না। সামগ্রিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে সবক্ষেত্রেই সমতা আনা প্রয়োজন।